শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজ সুসংগঠিত – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল বলেছেন এশিয়ার প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আজ সুসংগঠিত। দলটি আজ দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার বিচক্ষণতায় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিটি ইউনিট সঠিক নেতৃত্বে উঠে আসবে।
আজ শনিবার (১০ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হেসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক বিএম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার।
সম্মলেন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসমনের এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল।

উপস্থিত আছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অঢাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাছ আলী, সতর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দীন চুন্নু। উপস্থিত আছেন আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলা

আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল শুরু

দীর্ঘ ৮ বছর পর মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রি বাষিক কাউন্সিল শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার নেতা কর্মী এসেছে সমাবেশস্থলে।

শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক এখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নেতা কর্মীদের ভীড়ে। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত পার্ক । সমাবেশ স্থলে নারী নেতা কর্মীদের উপচে পড়া উপস্থিতি চোখে পড়ার মত। প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে তারা তাল পাখা হাতে করে বসে আছেন সমাবেশস্থলে। বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরাও এসেছেন সমাবেশে।

জাতীয় সঙ্গীতের সুরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং কবুতর উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হেসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়ক বিএম মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, অ্যাডভোকেট গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার।

সম্মলেন উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-১ আসমনের এমপি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল।

উপস্থিত আছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন,

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অঢাডভোকেট মিয়াজান আলী, মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাছ আলী, সতর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দীন চুন্নু। উপস্থিত আছেন আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

দীর্ঘ প্রায় আঠার বছর পর আগামী ১০ এপ্রিল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গাংনী উপজেলা শাখার ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। আওয়ামী লীগের এই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে ঘীরে উপজেলা ব্যাপি শুরু হয়েছে উৎসব মুখর পরিবেশ। চাঙ্গা হয়ে উঠেছে তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। তবে, কাউন্সিলকে ঘীরে উৎসবের পাশাপাশি উদ্বেগ উৎকন্ঠাও রয়েছে নেতা কর্মীদের মাঝে।

গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে হবে এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন। সেখানে চলছে নানা প্রস্তুতি। সম্মেলনকে ঘীরে ইতোমধ্যে পোস্টার-ব্যানারে ছেয়ে গেছে পুরো উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূরর্ণ স্থান। প্রার্থীরা উপজেলা শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে ও গৃরত্বপূর্ণস্থানে শোভা পাচ্ছে সুশোভিত তোরণ।এখন ব্যানার পোষ্টার শুধু উ্পজেলা শহর নয় বিস্তৃত হয়েছে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাঁড়াডোব থেকে খলিশাকুন্ডি শেষ সীমানা পর্যন্ত।ট্রাফিক আইল্যান্ড থেকে বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি, কোথাও জায়গা খালি নেই আর। পুরো শহর এখন রঙিন বিলবোর্ডের দখলে।

গত ২০ মার্চ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেটি স্থগিত করা হয়েছিল। তবে কাউন্সিলকে ঘীরে ইতোমধ্যে নানা ধরণের প্রপাগন্ডাও শুরু হয়েছে। কাউন্সিল হবে নাকি সিলেকশন হবে। এনিয়েও

দলের নেতা কর্মীদের মাঝে নানা বিভ্রান্ত ছড়ানো হয়েছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি -সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কে কোন পদে স্থান পাচ্ছেন এ নিয়ে চলছে নানা জল্পনা - কল্পনা।

নতুন কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক পদ কে পাবেন , তা নিয়ে নেতা - কর্মীদের মধ্যে চলছে আলোচনার ঝড়।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে ৬ জন ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রায় ১৬ জনের নাম আলোচনায় রয়েছেন। দুএকজন বাদে কাউন্সিলরদের কাছে এসব প্রার্থীদের আলোচনায় না থাকলেও ফেষ্টুন রাস্তার মোড়ে মোড়ে দু একটা ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে আলোচনায় আসতে চাচ্ছেন।

সভাপতি পদের জন্য 'হেভিওয়েট' প্রার্থী দলের বর্তমান সভাপতি ও মেহেরপুর -২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন , মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নুরজাহান বেগম , গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী , ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক , সাবেক ছাত্রনেতা রিয়াজ উদ্দীন।

সাধারণ সম্পাদক পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন , উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা , মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল , গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার , নজরুল ইসলাম , গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু , গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী , গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন , গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল , গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন , সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম , জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন , রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শামসুজ্জামান মঙ্গল , আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম বাদশা , সাবেক ছাত্র নেতা সবুক্তাগীন মাহমুদ পলাশ , সাবেক ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম রিন্টু চৌধুরী।

কাউন্সিল নিয়ে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ও মেহেরপুর -২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন , দীর্ঘদিন পরে ১০ এপ্রিল গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের

ত্রি বার্ষিক কাউন্সিল। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ সহযোগী সকল সংগঠণ বঙ্গবন্ধুর সকল সৈনিকদের প্রতি আহবান একটি উৎসব মুখর পরিবেশে এই কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করার জন্য সকলের সহযোগীতা কামনা করছি।

এক প্রশ্নের জবাবে এমপি খোকন বলেন, কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটেও কমিটি হতে পারে। মাননীয় নেত্রীর বিশেষ নির্দেশনায়ও কমিটি হতে পারে। দুটোই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে। যেটিকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনুস্বরণ করবে আমরা সেটিই মেনে নেবো। তবে আমরা চাই কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটেই গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব নির্বাচিত হোক। গাংনীর সকল কাউন্সিলর যেনো তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্বাচন করতে পারে। এতে নেতারাও যাতে তাদের কর্মীদের প্রতি দায়দায়ীত্ব থাকেন। এবং কর্মীরাও যেনো একটা তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি যেতে পারে। কাউন্সিলের পরিবেশ ভাল আছে দাবী করে তিনি বলেন সু শৃংখলভাবেই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী ডাক্তার এএসএম নাজমুল হক সাগর বলেন, আমি চিকিৎসা পেশায় থাকলেও জনগণের পাশে ছিলাম। জনগণের দাবীর কারনেই চাকরী থেকে পদত্যাগ করে জনগণের কাতারে এসেছি। করোণা কালিন সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। জনগণের স্বার্থে মনে প্রাণে এসব করেছি।

ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল নিয়ে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম বলেছেন গাংনীতে ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে একটি নতুন নেতৃত্ব আসবে। এটি আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের জন্য একটি আনন্দের বিষয়।আওয়ামীলীগের মধ্যে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে সেটা প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠবে। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে বিভেদহীন ঐক্যবদ্ধ একটি আওয়ামীলীগের কমিটি হবে। আমি হাইব্রীড নেতা নই। আমার বিরুদ্ধে কোনো বিতর্কও নেই। আমার রক্তে আওয়ামীলীগ আছে।ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক বিভিন্ন দায়ীত্ব পালন করেছি। আমার কাছে ব্যার্থতা ছিলনা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামীলীগের কয়েকজন ইউনিট সভাপতি জানান, আওয়ামীলীগ তৃণমুলের নেতা কর্মীদের দল। এখানে হাইব্রীড জাতীয় কোনো লোক বা বসন্তের কোকিল জাতীয় কোনো ব্যাক্তিকে মেনে নেওয়া হবেনা। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ নেতা কর্মীদের পাশে থেকে আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছে আমরা তাদেরই নেতা হিসেবে পেতে চাই।

আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিলে গাংনী পৌর ইউনিট ও ৯ টি ইউনিয়ন ইউনিটের মোট কাউন্সিলর ৩১১ জন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী সম্মেলনে কণ্ঠভোটোর মাধ্যমে আগামীর নেতা নির্বাচন করবেন।

দর্শনা ডি.এস ফাজিল মাদরাসায় এতিম শিক্ষার্থীর মাঝে আর্থিক অনুদান বিতরন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ডি.এস ফাজিল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আর্থিক অনুদান বিতরন করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা ডি.এস ফাজিল ডিগ্রী মাদরাসা ভবনে মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিজ অর্থায়নে ৩০ জন এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে নগদ অনুদান দেওয়া হয়।

পর্যায়ক্রমে অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের মাঝে এ অনুদান দেওয়া হবে। তবে এই অনুদান দেওয়াতে এতিম শিক্ষার্থীদের উচ্ছাস দেখে গতকালই মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ জানান, অত্র মাদরাসার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের বেতন, ফি ছাড় এবং তাদের খাতা, কলম, ড্রেস সহ সার্বিক সহায়তা মাদরাসার পক্ষ থেকে করা হয়। তবে চলমান রমজান ও আসন্ন ঈদ কে সামনে রেখে এই আর্থিক অনুদান প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আজ তাদের এই উচ্ছাস দেখে আমি সত্যিই অনেক আনন্দিত। আমি আরও আনন্দিত যে, আজ আমাদের মাদরাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের নিজ অর্থায়নে একটি ফান্ড তৈরি করেছেন। যে ফান্ড থেকে মাদরাসার সকল এতিম শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহায়তা করা হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ আরিফুজ্জামান আরিফ,

উপাধ্যক্ষ মাও. শফি উদ্দিন মোল্লা, বাংলা প্রভাষক আবুল হোসেন, প্রভাষক হামিদুল ইসলাম, প্রভাষক জগলুল হায়দার আফ্রিক, প্রভাষক আঃ রশিদ, প্রভাষক মুনজুর আহমাদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সাদিকুর রহমান, প্রভাষক ইব্রাহিম খলিল, প্রভাষক ফরিদা পারভিন, শিক্ষক- আবু জাফর, সুলতান হোসেন, আব্দুল হায়, আক্তার হোসেন, আল-আমীন, আনোয়ার হোসেন, বজলুর রহমান, মামুন হোসেন, নাসির উদ্দিন, শিক্ষিকা- লিনা পারভিন, নাসিমা আক্তার, ফারহানা তরফদার সহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে। শুক্রবার দর্শনা রুদ্রুনগর দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে।

ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ নূরুন্নবী সুমনের পিতা মোরহুম আব্দুল সমালেক সনু মিয়ার রুহের আত্মার মাগফেরাত কামনায়, ভালোবাসার বন্ধন দর্শনার সহযোগিতায় রুদ্রনগর এতিমখানায় এতিমদের মাঝে ইফতার প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার মাহতামিম মাও. মোস্তফা কামাল, “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র সম্মানিত উপদেষ্টা মমিনুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ শাওন, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নূরনবী সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেখ সাজু, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শোভন দাস সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক চঞ্চল মেহমুদ ও আহসান হাবীব মামুন ও মাদ্রাসার শিক্ষক সহ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

গাংনীতে সবজির মূল্য আকাশ চুম্বী

মেহেরপুরের গাংনীতে সব ধরণের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সবজির মূল্য আকাশ চুম্বী। সব ধরণের সবজির কেজি প্রতি দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত। মাছ এবং মাংসের দাম কিছুটা উর্ধমূখী।

পেঁপে, শসা আর বেগুনের বাজারে আগুন। সরবরাহ আগের মতো থাকলেও রমজানে সব শ্রেণির মানুষ বাজারে ভিড় করায় চাহিদা বেড়ে গেছে। প্রশাসনিক কোন নজরদারী না থাকায় সবজি বাজার উর্ধ্বমূখী বলে মন্তব্য করেছেন ক্রেতারা।

তবে প্রশাসন বলছে বাজার মনিটরিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।

গাংনীর বামন্দীসহ কয়েকটি হাট বাজারে দেখা গেছে, রোজা শুরুর আগে যে বেগুন বিক্রি হয়েছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে, সে বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা কেজি করে।

রমজানের একদিন আগেও শসা বিক্রি হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে। সেই একই শসা রমজানের শুরুতেই বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে। এছাড়াও, করলা ১২০ টাকা, ঢেঁড়শ ৬০ টাকা, লালশাক ৫০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, ও সাদা শাক (ডাটা) ৫৫ টাকা, লেবু ৪৫ টাকা হালি, কাঁচা কলা ৪৫ টাকা, সজনে ডাটা ১২০ টাকা, বাঁধা কপি ৫৫ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। আর গাজর বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি।

এদিকে পেঁয়াজ ও আলুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। স্থানীয় সুখসাগর পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা ও দেশিয় পেঁয়াজ ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে । আর আলু বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ টাকা কেজি দরে। কাঁচা মরিচের ঝাঁঝ বেড়েছে বেশ। বর্তমান বাজারে সেটি বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা পোয়া অর্থাৎ ১০০ টাকা কেজি। সরকারী দেয়া মূল্য তালিকা থাকলেও তেল, লবন, চিনি, ছোলা, মসলা, বেসন ইত্যাদি কিছুটা বাড়তি দরে বিক্রি হচ্ছে।

রমজানে মাছের দাম বাড়েনি। অন্যান্য দিনে যে দামে মাছ বিক্রি হয় রমজানে সেই দামেই বিক্রি হচ্ছে। পাইকারী বাজারেও মাছের দামে কোন প্রভাব পড়েনি। পাইকারী বাজার থেকে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি মাছ ১০ থেকে ৫০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে। তবে রমজান উপলক্ষে কোন ধরণের মাংসের দাম বাড়েনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসূমী খানম জানান, রমাজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে একাধিক বার মিটিং করে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাজারও মনিটরিং করা হচ্ছে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার অস্থিতিশীল করার কেউ চেষ্টা করলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন করমদির গোসাইডুবি মসজিদ! সংস্কার প্রয়োজন

দেয়ালে গজিয়ে ওঠা বটগাছের শেকড় বাকড়ে গ্রাস করেছে গোটা মসজিদ। দেয়ালের আস্তরণ আর ইট খসে পড়েছে। কিন্তু পরিত্যক্ত দেয়ালে তৎকালীণ কারুকার্য খচিত নকশাঁ তৈলহীন মাটির প্রদ্বীপের মতো জলছে। মসজিদটির চিহ্ন বিলুপ্ত প্রায়।

এখন আর কেউ উপাসনার জন্য সেখানে যায় না। জ্বীন ভূতের বসবাস ভেবে একা সাহস করে কেউ সেখানে যেতে না পারায় সেটির সংস্কার কাজও হয়নি। ফলে মসজিদটি এখন ধ্বংসের পথে।

এতক্ষণ যে মসজিদটির কথা বলছিলাম সেটি মেহেরপুরের গাংনীর করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। মসজিদের অবশিষ্টাংশ বুকে আগলে রেখেছে বিশাল আকৃতির এক বটবৃক্ষ। মসজিদটির পুরতন অবয়ব ধরে সংস্কারেরর দাবী স্থানীয়দের।

যতদূর জানা যায়, ১৮৬৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের হাজি দশরাত বিশ্বাস মসজিদটি নির্মাণ করেন। পায়ে হেঁটে

হজ্ব করার পর ধর্মীয় উপাসনার জন্য মসজিদটি নির্মানের পর মসজিদটির আশে পাশে গড়ে ওঠে বসতি। তার মৃত্যুর পর মসজিদটি দেখভাল করার কেউ ছিল না।

অন্যদিকে জ্বীন পরীর আছর হতে পারে এমন গুজবে এবং হনুমানের অত্যাচারে ওখানকার বসতিরা অন্যস্থানে চলে যান। এতদসংলগ্ন এলাকায় জনবসতি না থাকায় নির্মাণের পর থেকেই মসজিদটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা বিরাজ করে। মসজিদটির দেয়ালে গজিয়ে উঠে একটি বটগাছ। গাছটি বিশাল আকৃতি ধারণ করে।

বটের শেকড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মসজিদটি অস্তিত্ব বিলীন করে ফেলে। বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষের নেমে যাওয়া বওয়ার ফাক দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে মসজিদের কিছু অংশ। তার আশপাশে পড়ে আছে পাহাড়ি দৃশ্যের মাটির ভিটা।

বংশ পরম্পরায় হাজি দশারতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কফিল উদ্দীন বিশ্বাস ওই এলাকা দেখাশোনা করতেন। কফিল উদ্দীন বিশ্বাসের মৃত্যুর পর ছেলে আব্দুল জলিলের নামেই মসজিদ এলাকা স্থানটি এখন স্থাপনার নায়ক মৃত দশারত এঁর নাতি ছেলে আব্দুল জলিলের বটতলা নামে পরিচিত।

এলাকাবাসিরা জানান , গোসাইডুবি মাঠের ভিতরে মসজিদটি তৈরী করায় তার নাম দেয়া হয় গোসাইডুবি মসজিদ। সন্ধ্যার পর আর ওই গাছের নিকট দিয়ে কেউ মাঠে যায় না। মসজিদটির কাছে গিয়ে দেখা গেছে , চুন সুরকীর গাথুনী ও আস্তরন খসে পড়লেও এর গায়ে যে কারুকার্য খচিত নকশাঁ ছিল তা বিলীন হয়ে যায় নি। মসজিদটি এখন আর সংস্কার করাও পথ নেই।

কয়েক বছর পর কাগজ কলমে গোসাইডুবি মসজিদ থাকলেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তবে ভূত প্রেতের ভয়ে এলাকায় মানুষ যেতে এখনো ভয় পান। স্থানীয় প্রবীণদের মুখ থেকে শোনা যায় , মেহেরপুর জেলার এটিই প্রথম মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি সংস্কার করে এর অস্তিত্ব ধরে রাখার দাবী করেন স্থানীয়রা।

করমদি গ্রামের আবু জাফর জানান , আমরা গল্পে শূনেছি , জেলার এটি প্রথম মসজিদ নামে খ্যাত। যেহেতু এর অস্তিত্ব এখনো বিলীন হয়ে যায়নি , তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ।

করমদি জামে মসজিদের ঈমাম মোঃ খাদিমুল ইসলাম বলেন , কয়েকশ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ এই মসজিদটি সংস্কারের জন্য স্থানীয়দের উদ্যোগের

পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। মসজিদটি পুণঃসংস্কার করা হলে প্রচলিত ভূত প্রেতের যে কুসংস্কার আছে দির্ঘদিন যাবত তাও দুর হবে। মানুষ শুন্য এলাকায় আবারও মানুষ চলাচলে সাহস যোগাবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তোহিদুল ইসলাম জানান,ভিন্ন জেলার মানুষ গোসাইডুবির মসজিদ দেখতে আসেন। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে অনেক ভয় রয়েছে। ওই এলাকায় একা কেউ যেতে পারেনা।

মসজিদটি জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সরকারি উদ্যোগে সংস্কার করা হলে পুরাতন মসজিদটি যেমন সৌন্দর্য ফিরে পাবে,তেমনী এলাকার মানুষের মধ্যেকার আতংক আর ভয়ের অবসান হবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান, মসজিদটি সংস্কারের জন্য এলকাবাসী উদ্যোগ নিলে আমি আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগীতা করব।

তবে চেষ্টা বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হলে বিভিন্ন দপ্তরের নজরে আসবে । তাহলে সরকারি ভাবেও এটি হয়তো সংস্কার কিংবা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া জ্বীন ভুতের ভয়ে এলাকার মানুষ ওই দিকে আর যায় না তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেইনি।

গাংনী উপজেলা ইসালামীক ফাউন্ডেশনের তদারক কর্মকর্তা (সুপারভাইজার) মনিরুর ইসলাম জানান, ২০০৫ সালের দিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনায় জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে প্রস্তবনা চেয়েছিল।

মেহেরপুর জেলার একমাত্র ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সংস্কারের জন্য গোসাইডুবি মসজিদটি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এপর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। আস্তে আস্তে হয়তো এক সময়কার এই মসজিদ খাতা কলম, ও মেহেরপুরের ইতিহাসে থাকবে বাস্তবে তার অস্তিত্বের দেখা মিলবেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে গোসাইডুবি মসজিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। মসজিদের অনেক কাঠামো এখনও টিকে রয়েছে আমি স্থানীয়দের মুখে শুনেছি। তবে মসজিদটি আমার উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। সংস্কারের জন্য আমি চেষ্টা করব।

মেহেরপুরে কর্মকর্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক একেএম শাহিন

কবীর জানান, মেহেরপুর জেলার একটি ঐতিহাসকি মসজিদ হিসেবে অনেক পরিচিত করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমার আগের অফিসারগণ সুপারিশ করে গেছেন। আমিও আমার দপ্তরকে বিষয়টি জানাব।

১৫০ পিচ ইয়াবাসহ রফিকুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি সহ রফিকুল ইসলাম (৩২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) একটি দল।

আটক রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার মহিষকুন্ডি গ্রামের মইন উদ্দীনের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গাংনী উপজেলার পিরতলা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ইয়াবাসহ আটক করা হয়।
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু, উপপরিদর্শক (এসআই) বিশ্বজিৎ সরকার, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আহসান হাবিব সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডু জানান গোপন সংবাদে খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১৫০ পিচ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামীকে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১ টায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ হলরুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি এবং কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহবায়ক শাহজাহান আলী।

এছাড়াও সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল ইসলাম সেলিম, এ্যাডভোকেট তসলিম উদ্দিন ফিরোজ, ফয়েজ বিন মসলেম, সাদিকুল ইসলাম, সমকালের জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, কমিশনার জহুরুল ইসলাম স্বপন।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি ও শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

গাংনীতে পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি

ও ননদের চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন

পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের চরম অত্যচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন (২৮) নামের দুই সন্তানের জননী।

চম্পা খাতুন গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী। চম্পা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা জানিয়েছেন, চম্পা খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের চিহৃ রয়েছে। নির্যাতনে চম্পা খাতুন দিন দিন মানুষিক রোগী হড়ে পড়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

চম্পা খাতুন জানান, প্রায় ১২ বছর আগে বিল্লাল হোসেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর একটি মেয়ে আছিয়া খাতুন (৯) ও একটি ছেলে নাইম হোসেন (৪) হয়েছে আমার।

বিয়ের পর থেকেই আমার শাশুড়ি জাইমা খাতুন, ননদ রোকেয়া খাতুন ও মরিয়ম খাতুন বিভিন্ন কারনে অকারনে আমার উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আমাকে তালাক দেওয়ার জন্য সব সময় তারা আমার স্বামীকে চাপ দিয়ে আসছেন।

তারা বিভিন্ন সময়ে আমার উপরে চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। আমি প্রতিবাদ করলে তারা আরো নির্যাতন করে। শুধু নির্যাতন নয়, আমার শাশুড়ি আমাকে নেশা জাতিয় ওষধ খাইয়ে দেন। না খেতে চাইলেও নির্যাতন করে থাকে।

চম্পার মেয়ে আছিয়া খাতুন জানায়, আমার মাকে আমার আব্বু, দাদী ও ফুঁফুরা সবাই মিলে নির্যাতন করে। তারা নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেই।

চম্পা খাতুনের চোখের কোনায় ফোলা জখমসহ সারা শরীরে আঘাঁতের ক্ষত রয়েছে।

এব্যাপারে চম্পা খাতুনের স্বামী বিল্লাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার স্ত্রী বেশ কয়েকদিন আগে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

আমার আত্মীয় স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেছি। সে এখন গাংনী হাসপাতালে আছে এমন কথা জানালে তিনি আসছেন বলে জানালেও বিকাল পর্যন্ত আসেননি। বিকালের দিকে একাধিকবার তার মোবাইল ফোনে কল দিলেও আর কল রিসিভ করেননি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।